বাংলাদেশের খরা

খরিপ মৌসূমের খরা

খরিপ মৌসূমে বাংলাদেশের উচ্চ ভূমি বিশেষ করে বরেন্দ্র এলাকাতে খরা দেখা দেয়। এই মৌসূমে বরেন্দ্র এলাকাতে স্বল্প বৃষ্টিপাতের জন্য মাটির আর্দ্রতা হ্রাস পায় ফলে রোপা আমন উৎপাদন ব্যহত হয়। প্রতি বছর খরিপ মৌসূমে ২.৩২ মিলিয়ন হেক্টর জমির রোপা আমন (T-Aman) খরায় বিনষ্ট হয়।

রবি মৌসূমে খরা

রবি মৌসূমে ২.২ মি. হেক্টর জমির ফসল বিভিন্ন মাত্রার খরায় আক্রান্ত হয়। কৃষি ক্ষেত্রে ব্যপক ক্ষতি ছাড়াও খরার কারণে ভূমিক্ষয়, গবাদী পশু, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান খাত ব্যাপক ক্ষতির সম্মূখীন হয়। এই খরার কারণে এই অঞ্চলের মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য চাষ এবং সেই সংগে সাধারণ গৃহস্থালী কর্মকান্ডও ব্যহত হয়।

বাংলাদেশের মারাত্মক খরা কবলিত বছরসমূহ

১৯৬০ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত ১৯ বার খরা দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে ১৯৫১, ১৯৬১, ১৯৭৫, ১৯৮১, ১৯৮২, ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯৪, ১৯৯৫ এবং ২০০০ সালের খরা মারাত্মকভাবে দেখা দিয়েছে। এছাড়াও নিম্নলিখিত বছরসমূহে বাংলাদেশে মারাত্মক খরা দেখা দিয়েছে:

বছর	খরার প্রভাব
১৭৯১	যশোর জেলায় খরা দেখা দেয় এবং ফলে দ্রব্যমূল্য ২ থেকে ৩ গুন বেড়ে যায়।
১৮৬৫	খরার কারণে ঢাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়।
১৮৭২	সুন্দরবন বন এলাকায় খরা দেখা যায়। বৃষ্টির স্বল্পলতার কারণে ধান উৎপাদন ব্যহত হয়।
১৯৫১	উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে খরার কারণে ধান উৎপাদন মারাত্মক ব্যহত হয়।
১৯৭৩	১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষের অন্যতম কারণ খরায় ফসলহানী।
১৯৭৫	খরায় দেশের ৪৭% অংশ এবং অর্ধেকের বেশী জনসংখ্যা আক্রান্ত হয়।
১৯৭৮-৭৯	বর্তমান সময়ের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক খরা এর ফলে ২ মিলিয়ন টন কম ফসল উৎপাদিত হয়। এবং ৪২% কৃষিভূমি এবং মোট জনসংখ্যার ৪৪% আক্রান্ত হয়।
১৯৮১	মারাত্মক খরার কারণে ফসল উৎপাদন কম হয়।
১৯৮২	যশোর জেলায় খরা দেখা দেয় ফলে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।
১৯৮৯	খরার কারণে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের বেশীর ভাগ নদী শুকিয়ে যায় এবং নওগাঁ, নবাবগঞ্জ, নীলফামারী ও ঠাকুর গাঁও এ ধুলিঝড় হয়।
১৯৯৪-৯৫ এবং ১৯৯৫-৯৬	বর্তমান সময়ের আর একটি বড় ধরনের খরা, যার ফলে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের প্রধান ফসল ধান ও পাট নষ্ট করে সেই সংগে বাঁশ যা এই অঞ্চলের অর্থকরী ফসল তা নষ্ট হয়।

উৎস: ADPC & FAO, 2007, Climate Variability and Change: Adaptation to Drought in Bangladesh.

বাংলাদেশের মারাত্মক খরা কবলিত বছরসমূহ

খরার মাত্রা	রবি	প্রাক খরিপ	খরিপ
অতি মারাত্মক	০.৪৪৬	০.৪০৩	০.৩৪৪
মারাত্মক	১.৭১	১.১৫	০.৭৪
মাঝারী	২.৯৫	৪.৭৬	৩.১৭
হালকা	৪.২১	৪.০৯	২.৯০
খরা হয় না	৩.১৭	২.০৯	০.৬৮
রোপা আমন (T-Aman) চাষের ভূমি নয়			৪.৭১

এফএও এবং ডিপিসি এর গবেষণা প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০০০ সাল থেকে ২০৪৮ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে খরার প্রকোপ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাবে।

Ref : DoE, MoEF & IUCN, 23005, NAP for Combation Desertification in Bangladesh

তথ্যপত্রটি বাংলাদেশ সরকারের ক্লাইমেট চেঞ্জ সেল কর্তৃক প্রকাশিত এবং সেন্টার ফর ন্যাচারাল রিসোর্স স্টাডিজ (সিএনআরএস) কর্তৃক প্রণীত ও মুদ্রিত

বাংলাদেশের খরা

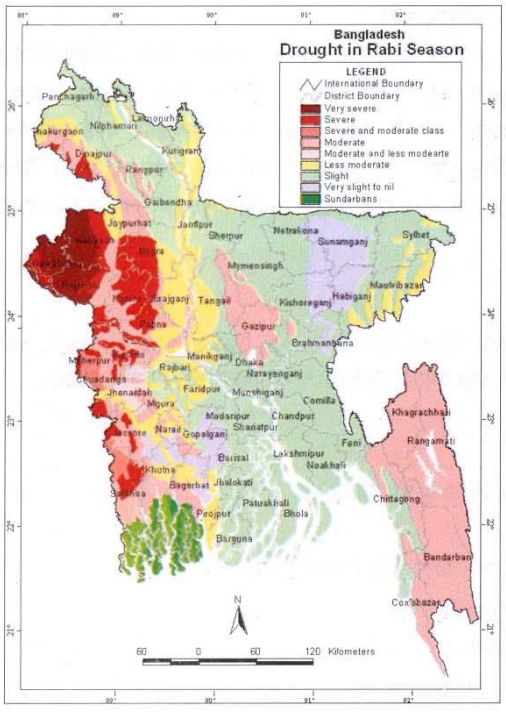
Bangladesh
Drought in Rabi Season
LEGEND
International Boundary
District Boundary
Very severe
Severe
Severe and moderate class
Moderate
Moderate and less modearte
Less moderate
Slight
Very slight to nil
Sundarbans
N
60 0 60 120 Kilometers

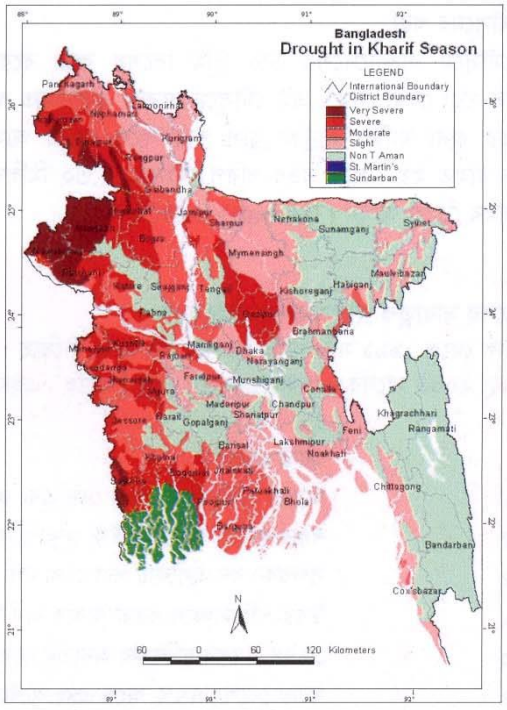
Bangladesh
Drought in Kharif Season
LEGEND
International Boundary
District Boundary
Very Severe
Severe
Moderate
Slight
Non T. Aman
St. Martin's
Sundarban
N
60 0 60 120 Kilometers